ভোরের কাগজ

30 APR 199

### ঢা.বিতে ছাত্রদল আহূত ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন

# ক্লাস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ ব্যাপক গুলি ও বোমাবাজি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত ছাত্র ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিসগুলো খোলা থাকলেও কোনো কাজ হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল ছাত্রদলকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সন্ধ্যার পর থেকে আকস্মিকভাবে উপাচার্যের বাসভবন, টিএসসি, কার্জন হল এলাকা, জিয়া হলের আশপাশে ব্যাপক গুলি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী রাত ৮টা পর্যন্ত এসব এলাকায় প্রায় ৪০টি ককটেল চার্জ করা হয়। এদিকে, ছাত্রলীগ বলেছে সাধারণ ছাত্ররা ক্লাশে যোগ দিলে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা সহযোগিতা প্রদান করবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনসমূহের ক্লাশ ও শিক্ষকদের কক্ষগুলো বন্ধ ছিল। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিও ছিল না। তবে দুএকজন শিক্ষককে গবেষণা ও ব্যক্তিগত কাজে ক্যাম্পাসে আসতে দেখা গেছে। মধুর কেন্টিনের আশপাশে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি ছিল এবং তারা ক্যাম্পাসে স্ব স্ব মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেয়।

সন্ধ্যায় উপাচার্যের বাসভবনে সিন্ডিকেটের সভা চলাকালে বাসভবন লক্ষ্য করে কে বা কারা ১০-১২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। একই সময়ে কার্জন হল এলাকার ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলের আশপাশে, টিএসসি এলাকা এবং জিয়া হলের হাউস টিউটরদের বাসভবন লক্ষ্য করে ধরাবাহিকভাবে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সময় বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রসংগঠনসমূহের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ছাত্রদল নেতারা তাদের ৩টি হল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের কথা জানিয়ে তাতে

● এরপর –পৃষ্ঠা ২

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনার জন্য ছাত্রদলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। আজ বিকেল ৩টায় উপাচার্য ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে বসতে চান বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন অসীম জানান, উপাচার্যের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসবেন কিনা সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি।

এদিকে, গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি শিক্ষক লাউঞ্জে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না সাধারণ ছাত্রদের ক্লাশে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ছাত্রলীগ সহযোগিতা করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে। এনামুল হক শামীম বলেছেন, 'আমরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে নই। রাজনীতির নামে যে অপরাজনীতি চলছে, তা বন্ধের পক্ষে। তবে সরকার প্রধান কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আমরা স্বাগত জানাব।'